মেডাম আমার বাচ্চাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, আপনি বললে সে শুনবে। এমন সব কথা প্রায় সকল শিক্ষকেই শুনতে হয়। বিষয়টা কি গর্বের কি না আমি জানি না। একজন ছাত্র তার অভিভাবকের কথা না শুনে আমার কথা শুনছে, মানছে, এইটা দেখে আমার খুশি হবার কথা। কিন্তু আমি আতংকিত হয়। কেন হই ?কেন একজন ছাত্র তার অভিভাবক থেকে দূরে যাবে? কেন তার সমস্যার কথা তার শিক্ষককে বলবে?? এখানে ব্যর্থতা না সফলতার প্রশ্ন আসার আগে আমি অন্য কিছু বলবো। শিক্ষকতা পেশায় থাকলেই কেউ শিক্ষক হয়ে যায় না , যদি তাই হতো তাহলে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বাজে খবর আসত না। আমি শিক্ষক সমাজ নিয়ে মন্তব্য করছি না, আমি একজন ব্যক্তি কে নিয়ে কথা বলছি, যে শিক্ষকতা পেশায় আছেন। খারাপের বিচরণ সব পেশায় আছে। তবে সমাজ আশা করে না , শিক্ষকতা পেশায় এমন মানুষ থাকবে। শিক্ষক কে সমাজের আদর্শ বিবেচনা করা হয়। সমাজে বিজ্ঞ, জ্ঞানী স্বজ্বন ব্যক্তি হিসাবে , প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষক কে বিবেচনা করা হয়। প্রাচীন সমাজে যখন পঞ্চায়ত প্রথা ছিল তখন পাঁচ জনের একজন থাকতেন একজন শিক্ষক। যাই হোক, ব্যক্তি হিসাবে খারাপ যে কোন পেশায় থাকতে পারে, সেখানে সেই গোটা পেশা কে দায় দেয়ার মানে হয় না। পেশা কেন, খারাপ মানসিকতার ব্যক্তি আপনার পরিবারেও থাকতে পারে। এখন মনে করেন এমন এক খারাপ ব্যক্তির আদর্শ লালন করে আপনার সন্তান বড় হলো। কিংবা এমন এক খারাপ ব্যক্তির সংস্বর্শে এলে কি হবে বলতে পারেন? আচ্ছা শিক্ষক বাদ দিলাম, তার আগে যদি তার বন্ধু খারাপ হয়? সে কেন তার মনের কথা আপনাকে না বলে তার বন্ধু কে বলবে? কি এমন নির্ভরতা সে পাচ্ছে যা আপনার কাছ থেকে পাচ্ছে না। বন্ধু জীবনে অনেক প্রয়োজন, আমার ত মনে হয় ভালো-খারাপের পার্থক্য বন্ধুর চেয়ে কেউ ভাল বুঝে না। জীবনে যে কোন বিপদে পড়লে বন্ধুর চেয়ে আগে হয়তো কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। সেই বন্ধু যদি ভালো না হয়, তখন কি হবে আপনার সন্তানের কখন ভেবেছেন? একটা সন্তানের কেবল ভালো অভিভাবক ছাড়া আর কেউ চিন্তা করে না। কিন্তু সেই সন্তানই অনেক অভিভাবকের থেকে দূরে গিয়ে তাদের নিজস্ব একটা পৃথিবী তৈরি করে। এই ভালোবাসা, ভালো চিন্তার কি দাম বলেন যখন আপনার এই অনুভবের কদর করতে পারল না। আপনি যদি তার ছোট ছোট বিষয় আপনার মত ভাবতে থাকেন তখন সে কি কখন আপনাকে বলবে ? কিংবা বন্ধুর মত কথা শুনে অভিভাবকের মত শাসন করা, এইটা কি ঠিক? একবার ভাবেন, আপনিও তার মত ছিলেন, তাকে সময় দিন , তার সামনে একটা বিষয়ের ভালো খারাপ তুলে ধরেন, দেখেন সে কি সিদ্ধান্ত নেয়। যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তাকে শোধরানোর সময় দিন , তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিন , তিরষ্কার বা তুলনা করতে যাবেন না।সবাই এক না, এমন হলেও তো আমি বা আপনি কেউই নির্ভুল না। আমরাও আমাদের জীবনে ভুল করে শিখেছি, আমরা চাই না আমাদের সন্তান যেন সেই ভুল করে। কিন্তু ভুল থেকে দূরে রাখার জন্য শাসন বা তিরষ্কার কখনই উত্তম পন্থা না। আমাদের জীবনে করা ভুলগুলো থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলোকে গল্প আকারে তাকে বলতে পারেন। আপনার আর্থিক বা মনসিক পীড়ার কথা তাকে অল্প করে বলতে পারেন। সে শিখার হলে এখান থেকেই শিখে নিবে। আপনি বা আমি তার পাশে সারাজীবন থাকবো না, কিন্তু আমাদের শিখানো ভালো শিক্ষা তার সাথে থাকবে, এবং তার পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যাবে। তার নেয়া সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় সে আত্মনির্ভশীল হওয়া শিখবে। আর যাই হোক জীবনে সে হারবে না, পরাজিত হোক বা জয়ী ,যাই হোক না কেন সে আপনার কাছে ফিরে আসবে। নতুন একটা দিনের সূচনার জন্য। সম্পর্কগুলো তে সম্মান আনার চেষ্টা করুন , দূরত্ব না।